POST GRADUATE CERTIFICATE IN BENGALA HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर देने हैं।*

1. प्रशासनिक अनुवाद में सूचनाओं और विवरणों का अनुवाद करते समय किन सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण सहित समझाएँ। 20

अथवा

कविता और नाटक के अनुवाद में आनेवाली समस्यायों को रेखांकित कीजिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। 5

मन्द	निछक	নেহাত	নাড়া
পচা	শুধু	কাদামাটি	
অবাঞ্ছিত	নিজস্ব	তৈরী	

3. निम्नलिखत हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए। 5

हथेली	भागना
टेढ़ा	केवल
हमेशा	गृहिणी
बुलाना	भरोसा
फैसला	भूल जाना

4. नीचे दिए शब्दों में से ***किन्हीं पाँच*** का बांग्ला और हिंदी में अर्थ बताइए और उनका हिंदी और बांग्ला वाक्यों में अलग-अलग प्रयोग कीजिए। 20

घर	अनुभव	संदेश
राग	व्यवहार	भावना
अतिरिक्त	गोष्ठी	हिंसा
अभ्यास		

5. निम्नलिखित में से ***किन्हीं चार*** का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4x10=40

(a) এবার দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব হোক ! কৃষির আধুনিকীকরণে এখনই জোর দেওয়া জরুরি ।

শিল্পে বাজার-ব্যবস্থার পুনর্গঠন হয়েছিল আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। এর প্রভাব এখন পরিষ্কার। বলা হয়ে থাকে, আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে চিনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি ! কথাটি হয়তো সত্যি স্বল্পমেয়াদে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। কিন্তু ভারত অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রমশ চিনের প্রধান প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে। যেমন গাড়ি শিল্পের যন্ত্রপাতি

উৎপাদনে। ভারত ফোর্জ, সুন্দরম ফাস্টেনার কিংবা সোনা স্টিয়ারিং-এর নাম এখন দুনিয়াজোড়া। সুজ্‌লন এনার্জির কথাই ধরা যাক। উইন্ড পাওয়ার-এর জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদনে এই কোম্পানির এখন দুনিয়া কাঁপানো নাম। এই পুনর্গঠন কতটুকু হয়েছে কৃষিতে ? সেখানে সেই পুরনো ধ্যান-ধারণা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কিংবা সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি। অথবা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে খাদ্যের দাম বাড়লে রফতানি নিষিদ্ধকরণ। বর্তমান বাজেট এই সমস্ত পুরনো চিন্তাধারা বদলাতে পারেনি। পুনর্গঠন তো দূরের কথা !

এবারের বাজেটে কৃষির খাতে উল্লেখযোগ্য দিন কী ? অর্থমন্ত্রী বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রে এই বাজেটে ঋণের পরিধি গিয়ে দাঁড়াবে ৪,৭৫,০০০ কোটি টাকায়। কৃষিক্ষেত্রে সুদের হার বাজারের জন্য ধার্য হারের থেকে তিন শতাংশ কম থাকবে। এতেই কি সব সমস্যার সমাধান ? ভারতের কৃষি অর্থনীতি এখন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। যেখানে থাকছে জোগানের স্বল্পতা, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় (cost of Production) আর বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি।

এবারে উৎপাদন ব্যয় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা জরুরি। ধরা যাক, সম্পন্ন এক পঞ্জাবি কৃষকের ৩০ একর জমি আছে। সেই জমিতে তিনি গম চাষ করবেন। জমির জন্য বিনিয়োগের খাতগুলি হল জমির কর্ষণ, বীজবপন, সার, জিঙ্ক এবং কীটনাশকের প্রয়োগ। এরপর পরিবহনের খরচ, সেচের খরচ এবং কুড়ি দিনের শ্রম। প্রতি একরে ১৭ কুইন্টাল উৎপাদন হলে আয় দাঁড়াবে ১৬ হাজার টাকা (৩৪৭ ডলার), ব্যয় দাঁড়াবে ১৪ হাজার টাকা।

মুনাফা ? মাত্র ২০০০ টাকা ! ধান চাষ করলেও হিসেবের হেরফেরের সম্ভাবনা কম।

(b) উত্তেজনার বিশ্বকাপ। কিন্তু ক্রিকেটের সর্বোচ্চ এই প্রতিযোগিতায় 'বিশ্বের' পরিধি কতটা ?

পুষ্পল গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেট-জ্বর অনুভূত হল অবশেষে। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু আমজনতার হুঁশ বা প্রত্যাশা থাকলেও, ইচ্ছে বা খিদে চোখে পড়ছিল না ! তোতেরার ভারত-অস্ট্রেলিয়া সংঘর্ষ এবং ভারতের জয় যেন ঘাম দিয়ে জ্বর বাড়িয়ে দিল। জ্বর কখনও-কখনও সত্যিই সুখকর ! সেই জ্বর এবার শুধুমাত্র উত্তেজনা এবং প্রত্যাশার তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলেনি, এক সুবিশাল এবং সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের পতনের সংবাদও বয়ে এনেছে। অস্ট্রেলিয়ান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের সন হিসেবে ১৯৯৯ সালকেই ধরা যায়। সে বছরই নিজেদের দ্বিতীয় বিশ্ব খেতাব জেতে অস্ট্রেলিয়া। ২০০৩ এবং ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ দেখেছে একই চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি। নতুন চ্যাম্পিয়ন যে-কোনও ক্রীড়ারই চালিকাশক্তি। কোনও একটি দল সর্বোচ্চ খেতাব কুক্ষিগত করে রাখলে খেলায় গতানুগতিকতা সঞ্চারিত হতে বাধ্য। গতানুগতিকতা কোনও খেলার পক্ষেই সুসংবাদ বহন করে না। চলতি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের গোড়ার দিকে এক অদ্ভুত অবসাদ ধরা পড়ছিল চারপাশে। যার আড়ালে চলে গিয়েছিল আমজনতার উৎসাহ। অথচ এই উত্তেজনা সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট মশলা এই বিশ্বকাপে ছিল এবং আছেও ! খেলাটি প্রচণ্ড একপেশে হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ব্যাটসম্যানরাই খেলার ভাগ্য গড়ে দিচ্ছেন, বোলাররা ক্রিকেটের যূপকাষ্ঠে পতিত হচ্ছেন, এমন বহু

ধারণাই গত কয়েক বছরে উঠে এসেছে। এমন ধারণা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক বা অযৌক্তিক নয়। আজ থেকে বছর দশেক আগেও বোর্ডে আড়াইশো রান তুলতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারত প্রথমে ব্যাট করা দল। গত কয়েক বছরে ৩০০ বা তার বেশি স্কোর অনায়াসে তুলে দিয়েছে পরে ব্যাট করা দল। এই বিশ্বকাপ অবশ্য সেই প্রবাহে ভাসেনি।

(c) বাদল সরকারের জীবনাবসান

এই বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'মিছিল', 'ভোমা' প্রভৃতি অসাধারণ নাটকের লেখক এবং 'থার্ড থিয়েটার'-এর প্রবক্তা হিসেবে। বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১) পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে সারাজীবন কাজ করেছেন থিয়েটারের জন্যই। তৈরি করেছেন 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠী, তিনিই একাধারে নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা। শেষ বয়স পর্যন্ত সংগঠিত করেছেন ওয়ার্কশপ, গ্রামের নিরক্ষর মানুষদেরও সামিল করতেন সেইসব কর্মকাণ্ডে। তাঁর স্মৃতিকথা 'পুরোনো কাসুন্দি'-তে পাওয়া যায় নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তিনি মঞ্চ এবং দর্শকাসনের মধ্যবর্তী বেড়া ভেঙে নাটককে জড়িয়ে দিয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে।

(d) শান্তির স্বার্থে নির্মম হয়েছিলেন

প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সহপাঠী তথা তাঁর বন্ধু তথা তাঁর আমলের আইজি রণজিৎ গুপ্তর 'আড়ালে তুমি বলতাম' (১৭ নভেম্বর ২০১০) শীর্ষক নিবন্ধ সম্পর্কে এই চিঠি। নিন্দুকেরা যা-ই বলুন না কেন,

আর তাঁকে কেন্দ্র করে যত যত বিতর্কই থাকুক না কেন, সব কিছু মিলিয়ে এবং চুলচেরা বিশ্লেষণে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কোনও বাঙালি রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মতো বহুবিধ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। বিধানচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু বা প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়েই একথা বলা যেতে পারে।

চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র ও যশস্বী আইনজীবী হিসাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের এক সুবিশাল পরিচিতি এমনিতেই ছিল। কেন্দ্রের মন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পঞ্জাবের রাজ্যপাল, আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর রাজনৈতিক,প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা অসাধারণ। ১৯৭০-'৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল দমন করতে এবং '৮৬-'৮৯তে পঞ্জাবের রাজ্যপাল হিসাবে সেখানে উগ্রপন্থী খতম করতে গিয়েই তিনি 'খলনায়ক' হয়ে গিয়েছেন সমালোচকদের কাছে। কিন্তু যারা দিনের পর দিন নিরপরাধ মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছিল, যারা মনীষীদের মূর্তি ভাঙছিল, যারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছিল, প্রশাসন কি তাদের পুজো করবে ! তাই শান্তির স্বার্থে নির্মমদের বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কেও ততোধিক নির্মম হতে হয়েছিল। তবে একথা ঠিক, নকশাল দমন করতে এবং পঞ্জাবে উগ্রপন্থী খতম করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নিরীহ মানুষেরও প্রাণ হারাতে হয়েছে। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না।

(e) চারিদিকে হইহই উঠল....ভ্যাবলা তার শালগ্রাম শিলা ফেলে ছুট দিল....পুজো পণ্ড। নিখার ছেলেরা সারা সন্ধে আতিপাঁতি করে খুঁজল ভ্যাবলাকে....কোথাও নেই....কে একজন বলল, বোধহয় মালের বোতল নিয়ে আত্মহত্যা করতে গেছে...ভ্যাবলাকে না পেয়ে শেষমেশ তারা দিনাকে তুলে এনেছে।

তুই কালপ্রিট দিনা'দা !

স্বীকার করলাম। তুই যখন বলছিস তখন তাই....তুই হলি গিয়ে এখন শালুকপুকুরের....

একদম চোপ ! আমার মান-সম্মান ? নিখা চেঁচিয়ে উঠতেই দিনা খুকখুক করে হাসল, তর মান সম্মান ! সেটা কী ! ওই যে ভদ্রলোকেরা আইছে, অগো তুই ধুতি-পাঞ্জাবি পইরা আসতে কইছিস। আদি শালুকপুকুরের লোকেরা একজনও আসে নাই। অরা নতুন...তাই তর কথা মানছে কারে পইর্যা...অরা নতুন...তাই তর কথা মানছে...। অরা ধুতির জন্যে হন্যে হইয়া উঠছিল... আমি 'ঝিলিক' লন্ড্রি থিকা কতডি ধুতি সাপ্লাই দিছি জানস ? অরা তো অ্যাসাইনমেন্টে আসছে...

মানে কী ! নিখা ধমকে উঠল।

দিনা প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে তোতলাতে শুরু করল। মেজকর্তা ফিসফিস করে বলল, বলো হিসেবে এসেছে।

দিনা চটপট উগরে দিল কথাটা, ওরা হিসেবে আইছে...

কিসের হিসেব ?

ওই যে তুই অদের সি.সি আটকাইয়া দিবি ? মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তরে ভয় পায়। উজালা কমপ্লেক্সের সকল কনস্ট্রাকশন বেআইনি। শালা, সি.সি পাইতে হইলে তর পায়ে পড়তে হইব। সেই সব হিসাব কইরাই তো ধুতি পাঞ্জাবি পইরা আইয়া পড়ছে। একবার কাজ হাসিল হইতে দে এদের চিনস না।

(f) রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবর্ষে
টেগোর সেন্টার ইউ-কে-র এক উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

Rabindranath Tagore -- A Timeless Mind

এতে রয়েছে :

বিভিন্ন দেশের আঠাশজন রবীন্দ্রগবেষক ও

অনুরাগীদের লেখায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ সংকলন ; পথিক কবি ও বিশ্বভ্রমণের ত্রিশটি আলোকচিত্র এবং ডার্টিংটন সংগ্রহ থেকে বিক্রীত রবীন্দ্রনাথের আঁকা বারোটি রঙিন চিত্র।

সম্পাদনা : অমলেন্দু বিশ্বাস, ক্রিশ্চিন মার্স ও কল্যাণ কুণ্ডু

প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন : ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস

6. निम्नलिखित में से ***किसी एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए। **10**

(a) **विश्वकप नहीं खेलने से निराश हैं इशांत शर्मा**

मुम्बई/भाषा

इशांत शर्मा पिछले महीने भारत के विश्व कप जीतने से काफी खुश हैं लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी है कि वह इतिहास रचने वाली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। इस 22 वर्षीय गेंदबाज ने साक्षात्कार में कहा, एक क्रिकेटर के रूप में आपको पीड़ा पहुँचती है जब आप अपने साथियों को इतिहास रचते देखते हो और खुद को उनके बीच नहीं पाते। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, उन्होंने जो हासिल किया उस पर मुझे गर्व है।

उन्होंने कहा, मेरे लिए भी यह भावुक क्षण था। भारत ने 28 बरस बाद खिताब जीता। मुझे लगता है कि यह काफी बड़ी बात थी। यह क्रिकेटर के जीवन का

बड़ा लम्हा होता है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था फिर भी महसूस कर सकता हूँ कि इसका क्या मतलब है।

इशांत को वेस्टइंडीज के आगामी दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में चुना गया है और उन्होंने टीम में वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने साथ ही कहा कि अब उनकी नजरें टीम में अपनी जगह पक्की करने पर है। उन्होंने कहा, एकदिवसीय टीम में वापसी करना अच्छा लगता है। वेस्टइंडीज दौरा मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करने और टीम में जगह पक्की करने का अच्छा मौका होगा। यह पूछने पर कि क्या जहीर खान और आशीष नेहरा जैसे अनुभवी गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, इशांत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जहीर को वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है जबकि नेहरा चोटिल हैं।

उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुनाफ पटेल ने विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि विनय कुमार कुछ मैच खेले हैं और उसने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। आप यह नहीं कह सकते कि जिसने देश के लिए 50 से 60 मैच खेले हैं वह गैरजिम्मेदार है।

उन्होंने कहा, जहीर और आशीष नेहरा खेलें या नहीं, देश के लिए खेलने का दबाव हमेशा दबाव होता है।

(b) **कंपनियों के लिए प्रतिभाओं की तलाश हुई मुश्किल**

नई दिल्ली 20 मई (भाषा)।

भारतीय कंपनियों के लिए उचित प्रतिभा की तलाश का काम मुश्किल होता जा रहा है। एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 67 फीसद नियोक्ताओं को महत्वपूर्ण पदों पर उचित प्रतिभावों की तलाश में कठिनाई आ रही है। स्टाफिंग सेवा कंपनी मैनपावर के सर्वेक्षण में कहा गया है कि एक साल पहले सिर्फ 16 फीसद कंपनियाँ ऐसी थी, जिन्हें उचित प्रतिभा मिलने में मुश्किल आ रही थी। मैनपावर के छठे प्रतिभाओं की कमी पर सर्वेक्षण में कहा गया है कि वैश्विक स्तर 34 फीसद कंपनियाँ ऐसी है, जिन्हें उचित प्रतिभाएँ नहीं मिल रही है। इस मामले में जापान के बाद भारत दुसरे स्थान पर है। जापान में 80 फीसद कंपनियाँ ऐसी है, जिन्हें प्रतिभाओं की तलाश में कठिनाई आ रही है।

पिछले एक साल में देश में प्रतिभाओं की और कमी हो गई है। एक साल पहले 36 देशों की सूची में भारत 29 वें स्थान पर था। उस समय देश की 16 फीसद कंपनियों ने माना था कि उन्हें प्रतिभा की तलाश में मुश्किल आ रही है। प्रतिभाओं की कमी का कारण बताते हुए मैनपावर इंडिया के प्रमुख (बिक्री और विपणन) नम्र किशोर ने कहा–पिछली कुछ तिमाहियों से देश में

प्रतिभाओं का और संकट पैदा हो गया है। लेकिन आपूर्ति सीमित है। कर्मचारी कौशल को लेकर सजग नहीं हैं, जिसकी वजह य यह संकट बढ़ा है।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में कंपनियों को सबसे ज्यादा मुश्किल शोध एवं विकास, बिक्री प्रबंधक तथा आईटी कर्मियों के पदों को भरने में आ रही है। इस सूची में जापान और भारत के बाद ब्राजील का नाम आता है। ब्राजील में 57 फीसद कंपनियाँ ऐसी है जिनको उचित पद के लिए उचित आदमी की तलाश में मुश्किल आ रही है।